Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 64
October-December 2020

ইসলামে পরকীয়ার বিধান ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইন একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

The Rulings of Extra-Marital Relationship in Islam and the Existing Law of Bangladesh: A Comparative Analysis

Mohammad Sydul Islam Majumdar*

ABSTRACT

Extra-marital relationship is a dangerous social disease. Today Bangladesh is fraught with the infection of this disease. The curse of adultery does not stop only upon the killing, suicide or sacrifice of men and women, but the society undergoes the heavily poisonous load of this disease. Under the banner of extramarital affairs, illegal physical relationship is corrupting our society today, and tearing apart the societal and familial ties. Proper implementation of God-given Islamic Law may exonerate the society from this disorder. This article, in the light of the Qur'an and Sunnah, has tried to argue that Islamic Law may play the proper and effective role in freeing the nation from the black clutches of the extra-marital affairs. By comparing the existing laws of the Penal Code of Bangladesh with Islamic Law, an attempt has been made to explore the supremacy of the concerned Islamic law over its Bangladeshi counterpart while highlighting the loopholes of the latter. In terms of Islamic law, the references have been brought from the Quran and Sunnah, and in terms of the existing laws, Penal Code 1960 and Nari o Shishu Nirjatan Daman Ain 2000 have been cited. Newspaper citations and survey methods have been used where necessary. This article has proved that the existing law has stood useless in curbing the crime like the extra-marital affairs. In this case, if Islamic penal laws are implemented, the crime of extra-marital affairs would be eradicated, family peace would be restored, and ideal society would be established.

Keywords: *extra-marital affairs; tazir; penal law; lashing; stoning.*

* Mohammad Sydul Islam Majumdar is an M.phil. Research Fellow in the Dept. of Al-Fiqh and Legal Studies , Islamic University, Kushtia, Bangladesh, e-mail: sayed79mazumdar@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পরকীয়া একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশ আজ এই ব্যাধির সংক্রমণে জর্জরিত। পরকীয়ার অভিশাপে নারী-পুরুষের হত্যা, আত্মহত্যা বা বলিদানেই শেষ হয় না; বরং তার বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজ। পরকীয়া প্রেমের নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক আজ আমাদের সমাজকে করেছে কলুষিত, ভেঙ্গে দিচ্ছে সমাজ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরকীয়ার কালো থাবা থেকে জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামী আইন যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধিকে ইসলামী আইনের সঙ্গে তুলনা করে প্রচলিত আইনের দুর্বল দিকগুলো পর্যালোচনাপূর্বক ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এবং প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে Penal code-1860 ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি ও সমীক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত আইন পরকীয়ার মতো জঘন্য অপরাধ দমনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী হদ্দ তথা দণ্ডবিধি অনুসরণ করা হলে নির্মূল হবে পরকীয়া, প্রতিষ্ঠা হবে পারিবারিক শান্তি, গড়ে উঠবে আদর্শ সমাজ।

মূলশব্দ: পরকীয়া; তা'যীর; দণ্ডবিধি; চাবুক; রজম।

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এ শ্রেষ্ঠত্ব তার ধর্মে ও কর্মে, নীতি ও নৈতিকতায়। মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান। বিতাড়িত শয়তান সর্বদা লেগে আছে মানবজাতির পেছনে। সে সর্বদা ব্যস্ত মানবজাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নৈতিক স্খলনে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ নানাবিধ অপরাধ ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। এসব অপরাধ ও অপকর্মের মধ্যে 'পরকীয়া' অন্যতম। আজ আমাদের সমাজে পরকীয়ার বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলছে। বেলজিয়ামের মনস্তত্ত্ববিদ এস্থার পেরেল তাঁর *The State of Affairs: Rethinking Infidelity* গ্রন্থে পরকীয়াকে ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরকীয়ার কারণে সংসারে অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ, বিবাহবিচ্ছেদ, হত্যা ও আত্মহত্যার মতো জঘন্য যেমন ঘটে, তদুপরি এর বিষক্রিয়ায় ক্ষতবিক্ষত হয় পারিবারিক কাঠামো, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজব্যবস্থা, বাধাগ্রস্ত হয় সামাজিক উন্নয়ন। অপসংস্কৃতির প্রভাব, যুগোপযোগী আইনের অভাব এবং তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে পরকীয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে প্রয়োজন নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং আইনের বাস্তবায়ন। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের আচরণকে অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পরকীয়ার পরিচয়, পরকীয়ার কারণ ও ধাপ,

পরকীয়া প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও বিধান তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরকীয়ার আগ্রাসন থেকে সমাজকে মুক্ত করতে প্রচলিত আইন কার্যকরী নয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণ করা হলে পরকীয়ার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করা সম্ভব।

পরকীয়ার শাব্দিক বিশ্লেষণ

পরকীয়া (স. পরকীয়+আ) *বিণ.* প্রণয়িনী, *বি.* এর অর্থ-১. পরস্ত্রী; অন্যের পত্নী; পরপত্নী ২. কুমারী। পরকীয়াবাদ (পরকীয়া + বাদ) *বি.* বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণিত পরনারীর সঙ্গে প্রণয় সংক্রান্ত মতবাদ (Choudhury, 2016, 782)।

আরবি ভাষায় ব্যবহৃত 'خدن الأجنبية' শব্দটি বাংলা ভাষায় পরকীয়া, পরকীয়া প্রেম- 'خدن محظور، المغازلة' নামে অভিহিত। (IFA 2015, 651)। পরকীয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Adultery, Extramarital affair, Extramarital sex শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। পরকীয়া : 1.another's wife; women dependent on other, 2. lady-love who is unmarried or married to some body else. (BABED 1994, 591)

পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরকীয়া হলো বিবাহিত ব্যক্তির (নারী বা পুরুষ) স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক ও যৌন কর্মকাণ্ড। (wikipedia 2020, parokia) ইংরেজিতে বলা হয়- Adultery, sexual relation between a married person and someone other than the spouse. (Encyclopedia Britannica, 2010)

বিবাহিত কেউ তার বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত প্রেম, অবাধ মেলামেশা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই (Adultery of married parties) পরকীয়া।

পরকীয়ার বিভিন্ন ধাপ

বিবাহিত নারী-পুরুষের তৃতীয় কারো সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের বা পরকীয়ার বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। কখনো তা কথাবার্তা, যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ, ঘুরতে যাওয়া, উষ্ণতা-বিনিময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, কখনো তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও পরকীয়া ও অজাচারের[১] ঘটনা ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রে শুরুতেই যৌনসম্পর্ক তৈরি হয়। এখানে পরকীয়ার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হলো।

১. অজাচার হলো নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে ব্যভিচার।

কথাবার্তা ও যোগাযোগ

পরকীয়ার প্রথম ধাপ হলো কথাবার্তা ও যোগাযোগ। তৃতীয় কারো সঙ্গে পরিচয়ের পর কোনো কারণে ভালো লেগে গেলে কথাবার্তা ও যোগাযোগ তৈরি হয়। কথা বলতে ভালো লাগে– এটাই থাকে প্রাথমিক মনোভাব। প্রথমে মাঝেমধ্যে কথাবার্তা হয়, তারপর সপ্তাহে দু-একবার কথাবার্তা, তারপর প্রতিদিনই কথাবার্তা চলে। দিনের একটা বড় সময় চলে চায় তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ভালোলাগাময় কথাবার্তা বলে। বর্তমানে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের কারণে এভাবে কথাবার্তা বলা কঠিন কিছু নয়। বরং এগুলো সকলকে আড়াল করে তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এভাবে কথা বলার কারণে ধীরে ধীরে সম্পর্ক আরও গাঢ় হয় এবং তারা পরস্পরে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি করে নেয়।

দেখা-সাক্ষাৎ ও ঘুরতে যাওয়া

দীর্ঘদিন কথাবার্তা বলার কারণে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো দুটি মানুষ নিজেদের কাছে পাওয়ার জন্য দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং পরিচিত লোকদের এড়ানো যায়–এমন জায়গায় ঘুরতে যায়। অনেক সময় এই পর্যায়ে এসে পরকীয়া সম্পর্কে টান পড়ে। কারণ বাইরে নিয়মিত কাজ না থাকলে একজন বিবাহিত নারীর জন্য এভাবে ঘর থেকে একাকী বের হয়ে আরেকজনের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া একটু কঠিনই বটে। কিন্তু যারা নিয়মিত বাইরে যায় তাদের জন্য এটা কঠিন নয়। পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, একান্তে কথাবার্তা, কিছুটা উষ্ণতা-বিনিময় তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলে।

চূড়ান্ত পর্যায় ও শারীরিক সম্পর্ক

সব পরকীয়া সম্পর্ক চূড়ান্ত পর্যায় ও শারীরিক সম্পর্কে না গড়ালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঘটে। কী কারণে তারা পরকীয়ায় জড়িয়েছে তার ওপর নির্ভর করে তারা শারীরিক সম্পর্কে জড়াবে কি জড়াবে না। যেখানে কেউ যৌন অতৃপ্তির কারণে পরকীয়া সম্পর্কে জড়ায় সেখানে সুযোগ পেলে অবশ্যই তারা শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং তা চালিয়ে যায়। পরকীয়া সম্পর্ক যৌন অতৃপ্তির কারণে না হলেও এক সময় তা যৌনসম্পর্কে রূপ নেয়। পরকীয়ার চূড়ান্ত এই ধাপ হলো ব্যভিচার বা যিনা।

ইসলামী পরিভাষায় যিনা বা ব্যভিচার

ইবনে রুশদ আল হাফিদ রহ. যিনার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ، وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ.

বিশুদ্ধ বিবাহ বা সন্দেহযুক্ত বিবাহ[২] বা দাসত্বের মালিকানা ব্যতীত যৌনমিলন সংঘটিত হলে তা যিনা (Ibn Rushd, 2004, 4/2125)।

২. সন্দেহযুক্ত বিবাহ হলো বিয়ের কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকা। যেমন : সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ; যাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া তাদের বিবাহ।

আল্লামা ইবনে হায্‌ম আয-যাহিরী রহ. লেখেন,

وَهُوَ مَنْ وَطِئَ مَنْ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى مُجَرَّدِهَا، وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ.

যিনা হলো যার দিকে তাকানোও অবৈধ– তা হারাম জেনেই তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করা (Ibn Ḥazm ND, 13/188-189)।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যিনা বা ব্যভিচার হলো বৈধ পন্থায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত নারী ও পুরুষের যৌনমিলন। ব্যভিচারে লিপ্ত নারী পুরুষ উভয়ে যেমন অবিবাহিত বা বিবাহিত হতে পারে; আবার একজন বিবাহিত অপরজন অবিবাহিত হতে পারে। ব্যভিচারে লিপ্ত বিবাহিত নারী-পুরুষ ও অবিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি ভিন্ন।

শরীয়ত যে সকল অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে তার মধ্যে ব্যভিচার অন্যতম। পরকীয়ার চূড়ান্ত ধাপ বা ব্যভিচার এমন এক মহাপাপ, যা অনেকগুলো পাপের উৎপত্তিস্থল। হত্যার পরই যার অবস্থান। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, নিজ সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে সে ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া (Al-Bukhārī 1987, 2517)।

পরকীয়া ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য

পরকীয়া ও ব্যভিচারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো :

১. পরকীয়া বিবাহিত নারী-পুরুষের অন্য কারো স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ও প্রণয় বোঝায়। এটা যৌন সঙ্গম পর্যন্ত গড়াতেও পারে, নাও পারে। অন্যদিকে ব্যভিচার বিবাহবহির্ভূত যৌন সঙ্গমকে বোঝায়।

২. পরকীয়া গভীর যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-তামাশা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু যৌন সঙ্গম ছাড়া ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে না।

৩. নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম-প্রণয় যতভাবেই হোক না কেন, শারীরিক মিলনের আগ পর্যন্ত সেটা কেবল পরকীয়াই থাকবে, শারীরিক মিলন হলে সেটা হবে ব্যভিচার।

৪. অপরের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম হলে সেটি আইনের ভাষায় 'ব্যভিচার বা 'Adultery' হিসেবে গণ্য হবে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা

অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কিন্তু পরকীয়া নয়। ৪৯৭ ধারায় বলা হয়, 'কোনো পুরুষ যদি জেনেশুনে কোনো বিবাহিত নারীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্মতি না নিয়ে বা তার অজান্তে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন, এবং অনুরূপ যৌন সঙ্গম যদি ধর্ষণ না হয় তাহলে তা ব্যভিচারের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয়ই প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে ওই বিবাহিত স্ত্রী অপরাধের সহযোগীরূপে কোন শাস্তি পাবে না।'

৫. ইসলামের শরয়ী আইনে ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারিত। কিন্তু পরকীয়ার শাস্তি অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

পরকীয়ার স্তরবিন্যাস ও ভয়াবহতা

নারী-পুরুষের অবস্থাভেদে পরকীয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে-

১. সাধারণ নারীর সঙ্গে পরকীয়া ও ব্যভিচার : বিবাহিত নারী-পুরুষের পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ। এ প্রকার পরকীয়ায় স্বামীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং সন্তানের বংশপরিচয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ পরকীয়ার ফলে জন্ম নেয়া সন্তানটি স্বামীর বলেই বিবেচিত হয়, অথচ সে তার নাও হতে পারে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও ব্যভিচার তো দূরের কথা, পরপুরুষকে বিছানায় বসতে দেয়া যে কতটা ভয়ানক তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেন,

مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدٌ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে-নারীর স্বামী অনুপস্থিত তার বিছানায় যে-লোক বসবে সে হলো ওই লোকের মতো যাকে কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপ দংশন করবে (Ibn Ḥajar 1419H, 5/445)।

৩. প্রতিবেশী নারীর সঙ্গে পরকীয়া ও ব্যভিচার : এতে প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং তাকে চরম কষ্ট দেয়া হয়। এ ধরনের ব্যভিচার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.

দশজন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বেশি ভয়ঙ্কর (Aḥmad 1999, 23854)।

৪. মুজাহিদের পরিবারের সঙ্গে পরকীয়া ও ব্যভিচার : জিহাদে অংশগ্রহণ বা দীনের কোনো কাজে বের হয়েছে এমন ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে বুরাইদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ، فَيَخُونُهُ فِيهَا، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟

মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান ঘরে-বসে-থাকা লোকদের জন্য তাদের মাতৃতুল্য। এরূপ কোনো লোক যদি কোনো মুজাহিদ পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে আমানতের খিয়ানত

করে, কিয়ামতের ময়দানে মুজাহিদের হক আদায়ের জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মুজাহিদ ঐ লোকের আমল থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নেবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কী মনে হয়? (প্রয়োজনের সময় সব আমল না নিয়ে ওর জন্য কিছু রেখে দিবে কি?) (Muslim 2003, 1897)

৫. বৃদ্ধের পরকীয়া : বৃদ্ধ বয়সে যৌন উত্তেজনা কমে যায়। এই বয়সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক ও জঘন্যতম অপরাধ। এদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। (আবু মুয়াবিয়া বলেন, তাদের প্রতি দয়ার নজরে তাকাবেন না।) আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি, অহংকারী গরীব (Muslim 2003, 107)।

পরকীয়ার বিভিন্ন ধরন

স্বামী-স্ত্রী বিবাহোত্তর জীবনে তৃতীয় কারো সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করাই পরকীয়া। এ পরকীয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং অবস্থার আলোকে তাদের শাস্তিও বিভিন্ন রূপ হতে পারে।

১. পরকীয়া প্রেম : পরকীয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে প্রেম বা সম্পর্কের মাধ্যমে শুরু হয়। এ পর্যায়ে দৈহিক মিলন না হলেও নিম্নের দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে।

(ক) মুখের যিনা : পরপুরুষ বা নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক মৌখিক প্রেম বিনিময় ও অন্তরঙ্গ গল্পগুজব, পার্কে আড্ডা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফোনালাপ, ডিজিটাল মুখের যিনা বোঝায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ.

আর জিহ্বার যিনা হলো এ সংক্রান্ত কথাবার্তা (Abū Dā'ūd ND, 2154)।

(খ) হাতের যিনা : স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে কথাবার্তা ও গল্পগুজবের এক পর্যায়ে পরস্পরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে তা হবে হাতের যিনা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ .

দুই হাতের দ্বারাও যিনা হয়; হাতের যিনা হলো ধরা (Abū Dā'ūd ND, 2155)।

২. পরকীয়ায় লজ্জাস্থানের ব্যভিচার : এটা পরকীয়ার চূড়ান্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে পরকীয়ায় লিপ্ত নারী-পুরুষ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

যৌনাঙ্গ যিনাকে বাস্তবে রূপ দান করে অথবা করে না। (Abū Dā'ūd ND, 5154)

পরকীয়ার কারণ

বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর সঙ্গে প্রেমই পরকীয়া। পরকীয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে অপারগ হওয়ার কারণে উভয়ের মাঝে এক ধরনের মানসিক শুন্যতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে স্বামী বা স্ত্রী এমন কাউকে অনুসন্ধান করতে থাকে, যার সঙ্গে তার একাকিত্বের ইতি টেনে সাময়িক আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আর এখান থেকেই পরকীয়ার সূত্রপাত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কখনো কখনো নারী বা পুরুষ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। এমনটা হতে পারে উভয়ের বেলায়ই। বিশ্বাসঘাতকতা, অসম্মান বা মূল্যায়ন না করা, অসংলগ্ন আচরণের মতো নানা কারণেই পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আপনার সঙ্গী। যদিও নারী বা পুরুষ যে কেউই পরকীয়ায় জড়াতে পারেন। কিন্তু নারীরা কেন পরকীয়ায় জড়ান, তার কিছু কারণ বেরিয়ে এসেছে একটি অনলাইন জরিপে।

সম্প্রতি *ভিক্টোরিয়া মিলান ডটকম* নামের একটি ওয়েবসাইট চালিয়েছে এই জরিপ। তারা প্রায় চার হাজার নারীর সামনে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে পরকীয়ার কারণ জানতে চেয়েছিল। জরিপে পুরুষসঙ্গীর কয়েকটি আচরণের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে কীভাবে ওই নারীরা পরকীয়ায় জড়িয়েছেন। ওই ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ও *ডেইলি মেইল* অনলাইন জানিয়েছে, কেবল পুরুষসঙ্গীর প্রতারণার কারণে ৬৫ শতাংশ নারী জড়িয়ে পড়েছে পরকীয়ায়। আবার দেখা যাচ্ছে, বাকিদের মধ্যে ৮১ শতাংশ স্বামীর চেয়ে অন্যের (যার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ায়) কাছে উষ্ণ ভালোবাসা পাওয়া—পরকীয়ার একটি অন্যতম কারণ। ওয়েবসাইটটির জরিপে আরও দেখা গেছে, পুরুষসঙ্গীর খারাপ আচরণ, বিশ্বাসঘাতকতা (শুধু এই কারণে অধিকাংশ নারী পরকীয়ায় জড়ায়), কিছু বদ-অভ্যাস, রাতে অসংলগ্ন আচরণ, ইচ্ছার মূল্য না দেওয়া, বারবার মুঠোফোনে নজরদারি, শারীরিক সংসর্গে অনীহার কারণেই মূলত নারীরা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার দিকে ধাবিত হয়েছে। সমাজ ও মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারী-পুরুষ উভয়ই ওই কারণগুলো থেকে সাবধান থাকলেই বোধ হয় সম্পর্কটি ভালোভাবেই টিকে থাকবে (*Prothom Alo*, Jan. 14, 2014)।'

একশত পুরুষের মধ্যে ৪১ জন বহুগামিতার স্বভাবে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, ২৫ জন স্ত্রী থেকে দূরত্বে অবস্থান করার কারণে, ১০ জন সহকর্মীর সুদর্শন চেহারা দেখে আবেগ প্রবণ হয়ে, ৯ জন পূর্বের প্রেমিকার সঙ্গে, ৮ জন স্ত্রী কর্তৃক রুষ্ট আচরণের স্বীকার হয়ে, ৭ জন পাত্রী নির্বাচনে ভুল করে স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যথায় পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। ডেটিং অ্যাপ *গ্লিডেনের* এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতে প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজন নারী পরপুরুষের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ ভারতের ৭০ শতাংশ নারী প্রেমিক বা স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই প্রতিবেশীর সঙ্গে পরকীয়ায়

জড়িয়ে পড়ে। আর আশঙ্কাজনক সংবাদ হলো, ভারতের প্রায় ৪৮ শতাংশ নারী মনে করে, তাদের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকা উচিত (Hossain 2020)।

কানাডার অনলাইন ডেটিং অ্যাপ-সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিস অ্যাপ *অ্যাশলে ম্যাগাজিন*-এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীরাই পরকীয়াতে বেশি আগ্রহী। প্রায় ১০০০ হাজার নারী ও পুরুষের মধ্যে সমীক্ষা চালান মিসৌরী স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক অ্যালিসিয়া ওয়াকার। তিনি বলেন, পুরুষের চেয়ে নারীদের পরকীয়ায় আগ্রহী হওয়ার কারণ হলো- একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী সপ্তাহে দু'বার শারীরিক সম্পর্কের চাহিদা অনুভব করে। তার বিপরীত হলেই এক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, যে সকল মহিলা বিবাহিত জীবনে তেমন সুখী নন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাই পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকান *নিউ ওমেন* ম্যাগাজিনের জরিপ থেকে জানা যায় যে, চাকুরিজীবী বিবাহিত নারীরা তাদের কর্মস্থলেই প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। আমেরিকান সমাজে অবিশ্বস্ততার হার দিনে দিনে বাড়ছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জারিপে জানা যায় যে, ২৫ শতাংশ পুরুষ পরকীয়া করছে এবং ১৭ শতাংশ নারী তাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বস্ত নয় (*Go News*, Feb 1, 2019)।

পরকীয়া প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা

পরকীয়ার কারণ ও সমীক্ষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক দূরত্বের কারণে নিঃসঙ্গতা, পরপুরুষের প্রতি আবেগ ও যৌনচাহিদা, বিয়ের পূর্ব থেকে ব্যভিচারের বদ অভ্যাস, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাওয়া বা পাত্র/পাত্রী নির্বাচনে ভুল, সহকর্মী বা নিকটাত্মীয়কে দেখে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা, এরপর শারীরিক সম্পর্ক—এভাবেই পরকীয়ার সূত্রপাত। উপর্যুক্ত কারণগুলোর সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা গেলেই পরকীয়া নির্মূল করা সহজ হবে। ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণ করলে পরকীয়ার কারণগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে এবং পরকীয়ার মতো গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। যেমন :

(১) স্বামী স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত করা : ইসলাম বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর অধিকার আদায়কে ফরজ করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, إن لِزَوْجِكَ عليك حقا 'নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।' (Al-Bukhārī 1987, 1874) আর এ অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক অধিকার। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .
>
> স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ডাকে, স্ত্রীর উচিত তার ডাকে সাড়া দেয়া, যদিও সে চুলার (রান্নার) কাজে ব্যস্ত থাকে (Al-Tirmīdhī ND, 1160)।

এর মানে শুধু নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার আছে তা নয়; বরং নারী পুরুষ উভয়ের অধিকার বর্ণনা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য। আল্লামা আইনী বলেন,

> وَلكُل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ حق على الآخر، وَمن جملَة حق الْمَرْأَة على زَوجهَا أَن يُجَامِعهَا،
>
> স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ওপর অধিকার রয়েছে এবং স্বামীর ওপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হলো তার সঙ্গে সহবাস করা (Al-'Ayni ND, 20/188)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
>
> স্বামীদের ওপর) স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর স্বামীদের। (Al-Qurān, 2:228)।

সুতরাং স্ত্রীদের আবেগ ও মনোবাসনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাও স্বামীর একান্ত কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হওয়াও পরকীয়ার অন্যতম কারণ। কেউ প্রবাসজীবন, আবার কেউ কর্মব্যস্ততার অজুহাতে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন। এ প্রসঙ্গে উমর রা.-এর ঘোষণাটি স্মরণীয়। তা এই যে, স্বামীর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়া জনৈক নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফছা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলা স্বামী ছাড়া বেশিরভাগ কতদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে? তখন হাফছা রা. বললেন, চার মাস। এ কথা শুনে উমর রা. বললেন,

> لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك.
>
> সৈন্যদের মধ্যে কাউকে চার মাসের অধিক বাহিরে আটকে রাখব না।' শুধু তাই নয় তিনি সেনা অধ্যক্ষদের পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন,
>
> لا يَتَخَلَّف المتزوّج عن أهله أكثر منها.
>
> এর (চার মাসের) অধিক কোনো বিবাহিত ব্যক্তিই যেন তার স্ত্রী পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে। (Ibn 'Abidīn 2003, 3/223)

এ ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রমাণ করে, নারীদের কামনা বাসনার প্রতি লক্ষ রাখা স্বামীর কর্তব্য। সুতরাং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে দূরত্ব বা নিঃসঙ্গতা নয়; বরং স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে বসবাস করাই ইসলামের নির্দেশনা।

(২) গায়রে মাহরাম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা : যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয় বা মাহরাম নয়, হতে পারে তারা নিজের বা স্বামীর নিকটাত্মীয়; যেমন : দেবর, ভাসুর, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, বেয়াই, দুলাভাই, স্বামীর বন্ধু ইত্যাদি ব্যক্তিকে একান্ত নিজ ঘরে প্রবেশের সুযোগ না দেয়া। অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে তার চাচাতো, খালাতো, মামাতো, ফুফাতো বোন, বেয়াইন, শ্যালিকা, ভাবী, স্ত্রীর বান্ধবী ইত্যাদি নারীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়কে এরূপ সম্পর্কের লোকদের সঙ্গে হাস্যরসিকতা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে; বিশেষত স্বামী বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে। নারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ হলো,

وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কোনো লোককেই প্রবেশ করতে দেবে না (Al-Bukhārī 1987, 4899)। আর পুরুষের ক্ষেত্রে নির্দেশনা হলো,

لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ.

যে সব নারীর স্বামী অনুপস্থিত তাদের ঘরে প্রবেশ করো না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় চলাচল করে (Al-Tirmīdhī ND, 1205)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও ইরশাদ করেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তিই যেন এমন কোনো নারীর সঙ্গে গোপনে মিলিত না হয়, যার সঙ্গে তার মাহরাম পুরুষ নেই। কেননা (গোপনে মিলিত হয়) এমন নারী পুরুষের সঙ্গে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকে (Aḥmad 1999, 14651)।

এ হাদিসের নির্দেশনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং তার অনুসরণ তাদের পরকীয়া থেকে রক্ষা করবে। অপরিচিত নারী-পুরুষের পরস্পর কথা বলা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য কারণবশত রমণীদের পক্ষে মিষ্ট বাক্যালাপ পরিহার করে সঙ্গত ভাষায় পরপুরুষদের সঙ্গে কথা বলার বিধান ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষদের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে (Al-Qurān, 33:32)।

(৩) অশালীন পোশাকে বের না হওয়া : স্ত্রীদের অযথা ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। একান্ত প্রয়োজনে যেতে হলে অশালীন পোশাক পরিহার করে পূর্ণাঙ্গ পর্দা সহকারে বের হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(আপনি নারীদেরকে বলুন) তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে, আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা,

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নিপুত্র, স্ত্রী লোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। (Al-Qurān, 24:31)

(৪) চোখ ও নজরের হেফাজত করা : নজরের হেফাজত ও দৃষ্টি সংযত রাখা ব্যভিচার ও পরকীয়া থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়। এ কারণেই ইসলাম নজর হেফাজতের গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾

হে রাসূল! মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে (Al-Qurān, 24:30-31)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ .

তোমাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখ। (Al-Bayhaqī 1994, 12671)

সুতরাং নারী-পুরুষ তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখলে পরকীয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ। আকস্মিকভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টিবিনিময় হতেই পারে তাতে দোষের কিছু নেই; কিন্তু এক্ষেত্রে সুন্নাহ্ হলো এক পলকে তাকিয়ে না থাকা এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি না দেয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাইয়্যিদুনা আলী রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

হে আলী! বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোনো দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের। (Abū Dā'ūd ND, 2151)

যেহেতু দৃষ্টিই যিনার প্রথম ধাপ, একে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বাকি পর্যায়গুলোর আশঙ্কা কম থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী-পুরুষের পরস্পর দৃষ্টি দেয়াকে হারাম ঘোষণা দিয়ে বলেন,

فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَر.

চোখের যিনা (ব্যভিচার) হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি দেয়া (Abū Dā'ūd ND, 2154)।

দৃষ্টিই হলো সকল অঘটনের মূল। কারণ মানুষ প্রথমে চোখে দেখে, তারপর মনে মনে ভাবে এবং বিপরীত লিঙ্গের মানুষটিকে কাছে পাওয়ার কামনা বাসনা জন্মে। এভাবে গড়ে উঠে দু'জনের অবৈধ সম্পর্ক। তাই ইসলাম দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

(৫) আল্লাহর ভয় ও আত্মশুদ্ধি অর্জন : মন পরকীয়াসহ সকল মহাপাপের উৎপত্তিস্থল, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। মানুষের আশা, প্রত্যাশা, ইচ্ছা, স্পৃহা, কামনা-বাসনা সব কিছুই মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করা সম্ভব। নচেৎ কু-প্রবৃত্তিই তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ ফরমান,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজের মনকে কু-প্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস্থল। (Al-Qurān, 79:40)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى.

মন কামনা-বাসনা করে ও আসক্ত হয়। (Abū Dā'ūd ND, 2154)

মানুষের মন ও মনোভাব ভালো হলে তার কর্মকাণ্ডও ভালো হয়, মন কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ হলে বা শয়তান যদি তার মনে বাসা বাঁধে, তখন জীবনের সবকিছুই তছনছ হয়ে যায়। মানুষ হয়ে যায় কু-প্রবৃত্তির গোলাম; ইবাদতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। নানা ধরনের অশ্লীল চিন্তা তার মনের ঘোরপাক খেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

নিশ্চয় শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন ঐ মাংস পিণ্ডটি ভালো থাকে তখন সবই সঠিক থাকে। আর যখন মাংস পিণ্ডটি নষ্ট হয়ে যায়, তখন সবই নষ্ট হয়ে যায়; জেনে রাখ তা হলো ক্বালব (মন)। (Al-Bukhārī 1987, 52)

সুতরাং নফস্ বা আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারলে মানবজীবনে সফলতা আসবে। মানুষ ব্যভিচার, পরকীয়া, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্তি পাবে।

(৬)নামায কায়েম করা : কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মনকে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখতে হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (Al-Qurān, 13:28)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ

আর নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (Al-Qurān, 29:45)

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আমি সুফিদের কাছে দু'টি ভালো কথা পেয়েছি। তারা বলে থাকে যে, সময় হলো তরবারির মতো। তুমি তাকে ভালো কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরও বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে। (Rahman 2011, 32)

(৭) জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা : এটা শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। মন যদিও সকল কর্মের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে; কিন্তু অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। মানুষ তার মনোভাব জিহ্বার দ্বারা প্রকাশ করে। যখন সে কথা বলে তখন তার মনের অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে; অন্য কিছু নয়। কু-প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ব্যক্তির মুখ থেকে সদা অশ্লীল ও মন্দ কথাই বের হয়। পরকীয়া ও ব্যভিচারের কথা মনে দীর্ঘ দিন লালন করার এক পর্যায়ে তা মুখ দিয়ে বের করে দেয়। এভাবে মানুষ মুখের যিনায় জড়িয়ে পড়ে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ.

আর জিহ্বার যিনা হলো এ সংক্রান্ত কথা বলা (Abū Dā'ūd ND, 2152)।

তাই মন যতই কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব করুক না কেন জিহ্বা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কথা না বলে মৌনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে ব্যভিচার, পরকীয়সহ অশ্লীল কর্ম থেকে অনেকাংশেই নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদর্শ হলো- مَنْ صَمَتَ نَجَا 'যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে মুক্তি পায় (Al-Tirmīdhī ND, 2501)।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও ইরশাদ করেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে; না হয় চুপ থাকে (Al-Tirmīdhī ND, 2500)।

অন্য হাদিসে এসেছে,

وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ " الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে জাহান্নামে অধিক নিক্ষেপ করবে? তিনি বলেন, الفم والفرج 'মুখ ও লজ্জাস্থান' (Al-Tirmīdhī ND, 2004)।

লজ্জাস্থান হলো এ মহাপাপের সর্বশেষ লক্ষ্যবস্তু। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যবহৃত হয় মানুষের জিহ্বা। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে লজ্জাস্থানের হেফাজত সম্ভব। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: اكفف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أو إنا لمأخوذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم.

আমি কি তোমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে বলবো, যার ওপর এ সবই নির্ভরশীল? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদেরকে কথার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআয! কথার কারণেই সেদিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (Al-San'anī 1403H, 20303)।

(৮) পদ ও পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ : চলাফেরা ও কাজ করার জন্য আল্লাহ আমাদের দু'টি পা দিয়েছেন। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় ও ভালো কাজের জন্য হওয়া উচিত। বান্দার নিয়ত যদি শুদ্ধ হয়, তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপেই সাওয়াবের অংশ পাবে। প্রতিটি বৈধ কাজ নিয়তের কারণে সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে বান্দা পরকীয়া সম্পর্ক বা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলে তার প্রতিটি কদমে গুনাহ্ লিপিবদ্ধ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ (মানুষের) দুই পা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর পায়ের ব্যভিচার হলো গমন করা। (Abū Dā'ūd ND, 2155)

(৯) কানের হেফাজত : এ অঙ্গ দিয়ে মানুষ ব্যভিচারের কথা শ্রবণ করে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়। শরীরের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন গান-বাজনা, অপরিচিত (মাহরাম নয় এমন) নারী-পুরষের ব্যভিচার ও পরকীয়া সংক্রান্ত আলোচনা শোনাও পাপ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

وَالأُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ.

আর কানের যিনা (ব্যভিচার) হলো শ্রবণ করা। (Abū Dā'ūd ND, 2156)

ব্যভিচারের কথা শ্রবণের পর মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, মনে মনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আসক্তি জন্মে। সুতরাং ঈমানদার বান্দার উচিত, কানকে হেফাজত করা, অশ্লীল কথা শ্রবণ থেকে বিরত থাকা।

(১০) লজ্জাস্থানের হেফাজত : গুপ্তাঙ্গ বা লজ্জাস্থান পরকীয়ার চূড়ান্ত পর্যায়কে বাস্তবরূপ দান করে। চোখের দর্শন, মনের আসক্তি, মুখের কথাবার্তা, কানের শ্রবণ, পায়ের গমন, হাতের স্পর্শ- এগুলো হলো লজ্জাস্থান ব্যবহারের পূর্বলক্ষণ। পরকীয়ার চূড়ান্ত পর্যায় আসার পূর্বে ছয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে লজ্জাস্থানের হেফাজতও সম্ভব। ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

(সফলকাম তারাই) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে, তবে তাদের পত্নী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, তাতে তারা নিন্দনীয় হবে না; এবং কেউ তাদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। (Al-Qurān, 23:5)

ব্যভিচারের প্রমাণ পদ্ধতি

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পরকীয়া যদি ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তা কেউ না জানে বা বিচারকের কাছে উত্থাপিত না হয়, তাহলে উচিত হলো ঘটনাটি গোপন রেখে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে খালিছ তওবা করে নেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

তোমরা এই নিকৃষ্ট কাজ (যিনা) থেকে নিজেকে রক্ষা কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও শয়তানের ধোঁকায় যদি কেউ এ অপকর্ম করে ফেলে সে যেন তা লুকিয়ে রাখে যেহেতু আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন এবং সে যেন আল্লাহর কাছে তওবা করে। কারণ, যে ব্যক্তি আমাদের (প্রশাসনের) কাছে তা উত্থাপন করবে, তার ওপর আমরা আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করবই। (Al-Ḥākim 1990, 7615)

যিনা বা ব্যভিচারের দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামে যেভাবে অপরাধ প্রমাণ ও সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান দিয়েছে পরকীয়া-জনিত ব্যভিচারের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

১. মৌখিক স্বীকারোক্তি : পরকীয়ায় লিপ্ত নারী বা পুরুষ মৌখিকভাবে যিনার বিষয়টি স্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা যাবে। তবে স্বীকারোক্তি একবার না চারবার দিতে হবে- এ বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসে চার চার বার স্বীকারোক্তি দানের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন,

أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে ছিলেন, এ সময় আসলাম গোত্রের একজন লোক এসে ডাক দিয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি 'যিনা' করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বরাবর এসে দ্বিতীয়বার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'যিনা' করেছি। আবারো তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চেহারা মুবারক অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করলো। সে নিজের অপরাধের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি পাগল? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা একে নিয়ে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করো, এতে সে পাপমুক্ত হয়ে যাবে (Al-Bukhārī 1987, 4970)।

এ হাদিস থেকে চার বার স্বীকারোক্তি প্রদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরদিকে আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী রা.-এর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, স্বীকারোক্তি একবারই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদিসটির সারকথা এই যে, জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী তার কাজের লোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সংবাদ শুনে আসলাম গোত্রের উনায়েস নামক একজন লোককে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

হে উনায়েস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করবে। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয় তবে তাকে রজম করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ মতো উনায়েস গিয়ে তার স্বীকারোক্তি পাওয়ায় তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলো। (Al-Bukhārī 1987, 2549)

উপর্যুক্ত দুটি হাদিস দ্বারা চার বার ও একবারের সমর্থন পাওয়া যায়, কোনো কোনো বর্ণনায় তিন বার ও দু বারের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এখানে স্বীকারোক্তি মুখ্য বিষয়, কত বার সেটা নয়। এক বার স্বীকার করলেও শাস্তি প্রয়োগ করতে কোনো বাঁধা নেই। তবে চার বার স্বীকারোক্তি নেওয়াই সর্বোত্তম। কারণ, হতে পারে বার বার স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর দেখা যাবে সে এমন কাজ করেছে যে, শাস্তি পাওয়ার যোগ্যই নয়।

২. সাক্ষ্য গ্রহণ : স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি নেই; তবে যিনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে চার জন সত্যবাদী পুরুষ এ বলে সাক্ষ্য দিবে যে, তাদের উভয়কে সঙ্গমকালীন স্বচক্ষে দেখেছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ﴾

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা যিনা করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে (Al-Qurān, 4:15)।

সাক্ষীর জন্য শর্ত দু'টি : এক. পুরুষ হওয়া, অতএব নারীদের সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। দুই. সত্যবাদী হওয়া, মিথ্যুকের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. গর্ভবতী হওয়া : ব্যভিচারের স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি নেই, কোনো সাক্ষীও নেই, কিন্তু যে স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে (অন্তরবর্তীকালীন সময়ে) সহবাস হয়নি বা কোনো বিধবা যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, এটাই তার ব্যভিচারের উপযুক্ত প্রমাণ। তখন তার ওপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে কোনো বাধা নেই।

ইসলামী আইনে পরকীয়ার শাস্তির বিধান

পরকীয়ার ধরন অনুযায়ী এ কাজে জড়িতদের শাস্তি দু'প্রকার-

(১) তা'যীরী বা শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি

(২) রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড

১. তা'যীরী বা শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি

পরকীয়া যদি শুধু যিনা সংক্রান্ত গল্পগুজব বা অশ্লীল আলোচনা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা ও চুম্বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো 'হদ্দ' নেই। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, মায়িয ইবনে মালিকের স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

হয়তো তুমি চুম্বন করেছো, না হয় হাত দ্বারা স্পর্শ করেছো অথবা চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করেছো। (Al-Bukhārī 1987, 6438) অর্থাৎ এগুলো তো হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য রয়েছে তা'যীরী শাস্তি।[৩] এ শাস্তি অনির্ধারিত; বিজ্ঞ বিচারক সুবিবেচনার দ্বারা শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করবেন। অপরাধের ধরন বিবেচনা করে বিচারক তার দণ্ড সুনিশ্চিত করবেন। অপরাধ বিবেচনায় তা'যীরী শাস্তির নিম্নলিখিত ধরন হতে পারে। যেমন :

(ক) বেত্রাঘাত : এ ধরনের অপরাধ যদি হাতের স্পর্শ ও চুম্বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করা যাবে। তবে এর মাত্রা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের মতে, এর সংখ্যা কম পক্ষে তিন ও সর্বোচ্চ ঊনচল্লিশ, এর বেশি নয়। কারণ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন হদ্দ বা দণ্ড হলো চল্লিশ। আর তা'যীর যেন হদ্দকে অতিক্রম না করে। (Sadrusharia 1994, 2/328) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ.

যে অপরাধে হদ্দ নেই, তাতে যে ব্যক্তি হদ্দ পরিমাণ শাস্তি দেবে সে সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। (Al-Bayhaqī 1994, 17363)

হাম্বলীদের মতে, বেত্রাঘাতের সংখ্যা দশের বেশি হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত হদ্দ ব্যতীত দশটির বেশি বেত্রাঘাত করো না। (Al-Bukhārī 1987, 6850)

তবে ইবনুল কাইয়্যিম এ মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মতে হাদিসটি সাধারণ অপরাধ তথা পিতার অবাধ্য সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে جناية তথা নারীদের সঙ্গে (অসৎ উদ্দেশ্যে) নিভৃতে অবস্থান, মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রতারণা, ধোঁকাসহ যে সকল কাজ মানুষের ক্ষতি সাধন করে তার তা'যীর ভিন্ন। সুতরাং যে

---

৩. এর শাব্দিক অর্থ- তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, সংশোধন করা। ইসলামী আইনের পরিভাষায়- যেসব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্দিষ্ট শাস্তি কিংবা দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেনি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীরী শাস্তি বলা হয়। (Ibn Manẓūr 1414H, 4/563)

সকল ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক 'হদ্দ' নির্ধারিত নেই সেক্ষেত্রে বিচারক ইচ্ছা করলে অপরাধীকে কারারুদ্ধ করেও রাখতে পারেন অথবা অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বেত্রাঘাত করতে পারেন, যাতে সে উচিত শিক্ষা পায়। (Ibn Qayyim 1991, 3/242)

ইমাম মালিক ও আহমদের অপর এক বর্ণনা মতে, বেত্রাঘাতের কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। প্রয়োজন হলে তা'যীর হিসাবে হদ্দেরও অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে। (Ali, 2009, 316)

(খ) নির্বাসন দেয়া : অপরাধ যদি এমন হয় যে, তার দ্বারা অন্য তা'যীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে নির্বাসন বা দেশান্তর করতে পারেন। যেমন খলীফা উমর রা. মহিলাদেরকে ফিতনায় ফেলার কারণে নস্‌র ইবনে হাজ্জাজকে বসরায় নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। (Ibn Hazar 1379 H., 12/160)

(২) রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড

এ পর্যায়ের শাস্তি বিবাহিত নারী পুরুষের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ে যদি বিবাহিত হয় অথবা একজন বিবাহিত হয়[৪], তাদের যিনার শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। কুরআন-হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে যিনার শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অপকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।' (Al-Qurān, 4:15)

কুরআনের বাণী- أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 'অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন' দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত বিধান অনতিবিলম্বেই অবতীর্ণ হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ শাস্তি পরবর্তীকালে উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

(তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান সংগ্রহ করে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত নারী পুরুষের শাস্তি একশ চাবুক ও এক বছরের দেশান্তর, বিবাহিত নারী পুরুষের শাস্তি একশ চাবুক ও রজম

৪. একজন অবিবাহিত হলে তার জন্য ১০০ বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে।

করা।) (Muslim 2003, 1690)- এ হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (Al-Brūsawī 2008, 2/207)

ইতঃপূর্বে সকল নারী পুরুষের (বিবাহিত/অবিবাহিত) ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের বিধান ছিলো, পরবর্তীকালে মায়িয ইবনে মালিক রা. এর হাদিস দ্বারা তা রহিত হয়ে (বিবাহিতদের জন্য) রজমের বিধান আরোপ করা হয়। (Al-Brūsawī 2008, 2/207)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, উমর রা. মিম্বরে বসা অবস্থায় বলেন,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ ﷺ কে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন তন্মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো। আমরা তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং আমরাও তাঁর ইন্তেকালের পর রজম করেছি। আশঙ্কা হয়, বহু কাল পর কেউ বলবে, আমরা কুরআন কারীমে রজমের আয়াত পাইনি। অতঃপর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি ফরয কাজ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (Muslim 2003, 1691)

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কুরআনের যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা হলো,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

বয়স্ক (বিবাহিত) নারী পুরুষ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তোমরা তাদের সন্দেহতীতভাবে পাথর মেরে হত্যা করবে। এটি আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধান, আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী। (Ibn Ḥibbān 1993, 4439)

কুরআনুল কারীমের এ আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়েছে; কিন্তু তার বিধান এখনও বলবৎ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

উবাদাহ ইবনে সামিতের সূত্রে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদিসে পরকীয়া যিনার শাস্তি (রজমের সঙ্গে) একশত বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ থাকলেও তা করতে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়িযকে শুধু রজম করেছেন; কিন্তু বেত্রাঘাত করেননি। অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনায়েসকে আদেশ করেন,

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

হে উনায়েস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করবে। যদি সে পরকীয়া সংক্রান্ত যিনার কথা স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ মতো উনায়েস গিয়ে তার স্বীকারোক্তি পাওয়ায় তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেন। (Al-Bukhārī 1987, 2549)

এ হাদিসেও বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। চার মাযহাবের ইমামদের এ বিষয়ে ঐকমত্য পাওয়া যায় যে, محصن তথা বিবাহিত নারী পুরুষের যিনার শাস্তি শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়। খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে যে কয়টি যিনার হদ্দ কায়েম করা হয়েছে, তাতে রজমের পূর্বে বেত্রাঘাত করা হয়েছে- এ ধরনের কোনো নজির নেই। আর হদ্দ সংক্রান্ত সাধারণ উসূল হলো, কোনো অপরাধীর ওপর একাধিক দণ্ড একত্র হলে এবং মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিও যদি থাকে সে ক্ষেত্রে শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অপরাপর শাস্তি ধর্তব্য নয়।

শাস্তি কার্যকর করার শর্তাবলি

ইসলামী আইনে যিনা মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধ দমনে মহান আল্লাহ হদ্দ (দণ্ডবিধি) প্রণয়ন করে মানবজাতির কল্যাণ করেছেন। অপরাধটি যেমন গুরুতর তেমনিভাবে তার অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিতেও কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর নিম্নলিখিত শর্তের আলোকে ইসলামী শরীআহ্ একজন অপরাধীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ অনুমোদন করে।

১. **অপরাধী জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া :** আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা জেনেছি যে, জনৈক মুসলিম ব্যক্তি এসে পরকীয়া যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেন, هل بك جنون 'তুমি কি পাগল? সে বলেছে, না (Al-Bukhārī 1987, 4970)। অতঃপর তাকে রজম করার আদেশ দেন।

২. **অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া :** অনুমাননির্ভর বা সন্দেহের ভিত্তিতে অপরাধে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا.

(সন্দেহের ক্ষেত্রে) যতদুর সম্ভব হদ্দ কার্যকর করা প্রতিরোধ করো। (Ibn Mājah ND, 2545)

সাহাবী সাহাল ইবনে সা'আদ রা. বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এক মহিলার নাম উল্লেখ করে তার সঙ্গে যিনায় লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই নারীর নিকট লোক পাঠিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে যিনায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষটিকে হদ্দের আওতায় এনে বেত্রাঘাত করেছেন এবং স্ত্রীলোকটিকে রেহাই দিয়েছেন[৫] (Abū Dā'ūd ND, 4437)।

৩. **ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া :** যিনার হদ্দ কায়েম করার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি নেয়া বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তাঁর অনুমতি ব্যতীত এবং খুলাফায়ে

৫. عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد توتركها (Abū Dā'ūd ND, 4437)।

রাশেদুনের যুগে খলীফা তথা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে কখনোই কোনো 'হদ্দ' কার্যকর হয়নি।

৪. **অপরাধী মুসলিম হওয়া :** ব্যভিচারের 'হদ্দ' প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধীকে মুসলিম হওয়া শর্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম ব্যভিচার করলে তাদের ধর্মের দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারও কারও মতে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাযী বা বিচারকের রায় মোতাবেক সকল নাগরিকের ওপর ব্যভিচারের 'হদ্দ' প্রযোজ্য। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের উপরও এ শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

رَجَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের একজন (মুসলিম) পুরুষকে এবং একজন ইহুদী পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম করেছেন। (Ibn Mājah ND, 4538)

হানাফী ওলামাগণ এ হাদিসের জবাবে বলেন, তাওরাতের বিধানানুসারে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে; যদিও এ দণ্ডবিধি ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে একইরূপ।[৬] (Al-Brūsawī 2008, 2/142)

৫. **জনসম্মুখে দোষ প্রমাণ ও শাস্তি :** যিনার দোষ প্রমাণ ও 'হদ্দ' গোপনে নয়; বরং প্রকাশ্য জনসম্মুখে হওয়া শর্ত। কেননা গোপনে একে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদও দিতে পারে; আর দোষ প্রমাণিত ব্যক্তির ওপর 'হদ্দ' প্রয়োগের বিষয়টি যারা প্রত্যক্ষ করবেন, তারাও এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা নিতে পারবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের প্রত্যক্ষ করে। (Al-Qurān, 24:2)

৬. **শাস্তি প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন নয়:** শাস্তি প্রদানে কারো প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾

আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। (Al-Qurān, 24:2)

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট

বেজলাইন এইচ আইভি/এইডস সার্ভে এমোং ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ শীর্ষক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ৮ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৭ শতাংশ বিবাহিত পুরুষ বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত। আর নারীদের মধ্যে গড়ে

৬. فالرجم كان مشروعاً في التوراة ثم نسخ بآية الإيذاء من القرآن, (Al-Brūsawī 2008, 2/142)

০.৩ শতাংশ এ ধরনের সম্পর্কে জড়িত। এদের মধ্যে পুরুষরা তাদের মেয়ে বান্ধবী (৩২ শতাংশ) এবং আত্মীয়দের (১৫ শতাংশ) সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়াচ্ছে। জরিপ থেকে আরও জানা যায়, যেসব নারী/পুরুষ বিয়ের আগে থেকেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত, বিয়ের পর পরকীয়ায় জড়ানোর প্রবণতা তাদের ক্ষেত্রে বেশি থাকে (Hossain, 2020)।

বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র; এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। পরকীয়া প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট; এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশে সিনেমা নাটক, গল্প, উপন্যাস, শর্ট ফিল্মের বিভিন্ন দৃশ্যে পরকীয়া সংক্রান্ত আলোচনা ও চিত্র তুলে ধরা হলেও এ নিয়ে খোলামেলা কোনো আলোচনা তেমন একটা চোখে পড়ে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরকীয়ার ওপর গবেষণা ও জরিপ চললেও বাংলাদেশে তা দৃশ্যমান নয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো ধর্ষণ, ইভটিজিং-এর ওপর গুরুত্ব সহকারে সমীক্ষা চালালেও পরকীয়া সংক্রান্ত তেমন কোনো সমীক্ষা চোখে পড়ে না। তাই বলে বাংলাদেশে পরকীয়ার ঘটনা ঘটছে না- এ কথা বলার সুযোগ নেই। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় ব্যভিচার ও পরকীয়ার কোনো না কোনো খবর শিরোনাম হচ্ছেই। যেমন : 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রীর প্রতি এ কেমন নির্যাতন' (*Jugantor*, Oct. 14, 2020); 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রীকে চুরিকাঘাত, গাছে বেঁধে নির্যাতন' (*Jago News*, Oct. 11, 2019); 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রীকে নির্যাতন, কলেজ শিক্ষক গ্রেফতার' (*Manobkantha*, Dec. 05, 2020); 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা' (*Jugantor*, Jun 26. 2020); 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন স্বামী' (*Ekushe-tv*. Sep.7, 2020); 'স্ত্রীর পরকীয়া সইতে না পেরে ৩ সন্তানের জনক আঙ্কুর মিয়ার আত্মহত্যা' (*Kaler Konth*, july 15 2020, 15:30); 'পরকীয়ার বলি স্বামী-মেয়ে' (*Bangladesh Protidin*, Oct. 20, 2019); 'মায়ের পরকীয়ার বলি শিশু সন্তান' (*Prothom Alo*, July 16, 2019); 'কালিয়ায় পরকীয়ার জেরে যুবককে হত্যা' (*Prothom Alo*, July 11, 2019); 'শ্যালিকার সঙ্গে পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে হত্যা' (*Prothom Alo*, July 1, 2019); 'সোহেল হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য পরকীয়া', (*Prothom Alo*, June 22, 2019); 'পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ' (*Naya Diganta*, Oct. 2020) ইত্যাদি।

প্রচলিত আইন ও একটি পর্যালোচনা

ভারতে মুসলিম শাসনামলের সময় সাধারণত ইসলামী শরীআহ্ অনুযায়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত দখল করার পর থেকে পর্যায়ক্রমে ইসলামী দণ্ডবিধির কোনো কোনো ধারায় পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার ১৮৩৭ সালে Lord Macaulay কে চেয়ারম্যান করে ভারতীয় উপমহাদেশের আইন কমিশন গঠন করে। ১৮৩৭ সালে জমা দেওয়া এ কমিশনের খসড়া দণ্ডবিধিটি ১৮৬০ সালের ৬ অক্টোবর বিল আকারে পাস হয়। ১৮৬২ সালের ১

জানুয়ারি থেকে দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়। দণ্ডবিধিটি ১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড) নামে পরিচিত ছিলো। অতঃপর ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান পেনাল কোড নামে পরিবর্তন করা হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ৩০ জুন শুধু পেনাল কোড নামে পরিচয় লাভ করে। যিনা সংক্রান্ত দণ্ডবিধিতে বৃটিশরা যে বিকৃতি সাধন করেছিলো তা পরবর্তীকালে ভারত সরকার কার্যকর করে এবং পাকিস্তান সরকারও ঐ বিকৃত আইন বহাল রাখে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর ধর্ষণের আইন সংশোধন ব্যতীত পূর্বের বিধিকে হুবহু বহাল রাখে।

দণ্ডবিধি অনুযায়ী পরকীয়ার সংজ্ঞা ও শাস্তি

বাংলাদেশের প্রচলিত দণ্ডবিধি মোতাবেক অবিবাহিত নারী-পুরুষের পরস্পর সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন আমলযোগ্য নয়। আর বিবাহিতের স্বেচ্ছায় পরকীয়া ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণীর স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে কেবল তা দণ্ডবিধির আওতায় আমলযোগ্য হতে পারে। The penal code, 1860 section-497 এ ব্যভিচারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অথবা যাকে সে অন্য কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বলে জানে বা অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে উক্ত অন্য ব্যক্তির (মহিলার স্বামীর) সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া এরূপ যৌন সঙ্গম করে যা নারী ধর্ষণের শামিল নয়; তবে সে ব্যভিচারের অপরাধের জন্য দোষী হবে এবং তাকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনা শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী ব্যক্তিটি দুষ্কর্মের সহায়তাকারী হিসেবে দণ্ডিত হবে না (Rahim 1999, 447)।

সিদ্ধান্তসমূহ

১. দণ্ডবিধি ৪৯৭ ধারায় বর্ণিত ব্যভিচারের অপরাধে স্ত্রীলোকটিকে দণ্ড দেওয়া যাবে না। [পিএলডি ১৯৭৪ (লাহোর) ১]

২. স্ত্রীলোকটির স্বামী বা স্বামীর অবর্তমানে যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে, কেবল সেই ব্যক্তি অভিযোগ আনতে পারে। [পিএলডি ১৯৬২ (লাহোর) ১২২]

৩. অভিযোগ ব্যতীত আদালত এই ধারার অপরাধ আমলে নিতে পারে না। [৭ বিএলডি (এ্যাড) ১০০; রাষ্ট্র বনাম আইনুজ্জামান]

৪. ৪৯৭ ধারার উপাদানসমূহ বিদ্যমান না থাকলে অভিযোগ ফলপ্রসূ হবে না। [৩ ডিএলআর ৩৩৫; নুরুল হক বনাম বিবি]

৫. দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারার ব্যভিচার এবং এর শাস্তি সম্পর্কে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। যৌন সঙ্গম এবং বৈধ সন্তান জন্মদানের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করবার অধিকার আইনটি তাকে দিয়েছে। আইন স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ককে সংরক্ষণ করতে চায়। ব্যভিচার সমাজবিরোধী ও ধর্ম-

বিরোধী একটি বেআইনি কাজ, যা কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। এটা সত্য যে, উভয় পক্ষের দৈহিক মিলনে ব্যভিচার সংঘটিত হয়। কিন্তু যেভাবে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকটির কোন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়নি; বরং শুধু পুরুষ লোকটির শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে মহামান্য লাহোর হাইকোর্ট বলেন, A women cannot be an accused person under section 497 or 498 of the penal code. [পিএলডি ১৯৭৪ (লাহোর) ১]

৬. ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৯ ধারার বিধি-বিধানানুসারে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। স্বামী বা তার অনুপস্থিতিতে যে লোকটির সাথে যৌন সঙ্গম করা হয় সে যদি বিবাহিত না হয় তাহলে কোন অপরাধ হয় না এবং এই ধারার অধীন অপরাধ করা হয়েছে বিবেচনা করে তা আমলে নেওয়া যাবে না। [পিএলডি ১৯৭৬ (কোয়েটা) ৯০]

৭. ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা স্বামীকে রক্ষা করে। অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক যদি দীর্ঘদিন ধরে একত্রে বসবাস করে তা হলে বলা হবে না যে, তারা ব্যভিচারের অপরাধ করছে। [পিএলডি ১৯৬২ (লাহোর) ৫৫৮] (Rahim 1999, 447-448)

এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরকীয়ার প্রতিরোধে আইনের এ ধারাটি বিতর্কিত ও অকার্যকর। তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. ইংরেজ আমলে প্রণীত এ আইনে সত্যিকারার্থে একজন নারীকে স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 'স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে পরকীয়া প্রেমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন অপরাধ নয়' উক্তিটি নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। অপরদিকে স্বামীদেরকে প্রভুর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে; যা নারীদের জন্য অপমানজনক।

২. এ আইনে শুধুমাত্র পরকীয়ায় লিপ্ত পুরুষটির শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি পুরুষটি যদি নারী কর্তৃক প্ররোচিতও হয়ে থাকে তবুও দায় কেবল পুরুষের। পরকীয়ায় লিপ্ত মহিলা দায়মুক্তির সুযোগে এমন অপরাধ বন্ধ হওয়া তো দুরের কথা; বরং এ নোংরা কাজে নারীরা আরও উৎসাহিত হয়।

৩. এ আইনে পরকীয়া অপরাধ বলে বিবেচিত হবে তখন, যদি তা ব্যভিচারিণীর স্বামী সম্মতি না দেয়। ফলে স্বামীর সম্মতিতে পরকীয়া এবং পতিতাবৃত্তির মতো নোংরা কাজের অনুমোদন দেয়া হয়।

৪. স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িত স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন না; ঠিক তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন না। কেননা আইন শুধুমাত্র পরকীয়ায় জড়িত নারীর স্বামীকে তার পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি দিয়েছে।

৫. এ আইনের ধারা মতে, এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অবিবাহিত নারীর সঙ্গে বা বিধবার সঙ্গে, অথবা স্বামীর সম্মতিতে স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার কারণে যৌন সম্পর্ক অপরাধের আওতায় পড়ে না। এতে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বামীর সম্মতির মাধ্যমে স্ত্রীকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করানোর সুযোগদান করা হয়েছে।

৬. শুধু পরকীয়ায় জড়িত নারীর স্বামীকে মামলা করার সুযোগ দেওয়া আর এ ক্ষেত্রে কেবল পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ থাকায় এটি সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের সমতার বিধান লঙ্ঘন করেছে।[৭]

৭. সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে- জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনও আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস হয়, তা হলে সেই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততটুকু বাতিল হবে।

৮. সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-(১) এই ভাগের বিধানাবলীর অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন থেকে সে সকল আইনের ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে। (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হলে তা এই ভাগের কোন বিধানের সঙ্গে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে।

ব্যভিচারবিরোধী দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৭ সংবিধানের একাধিক বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এটি সাংবিধানিকভাবেই বাতিলযোগ্য।

৯. স্বামীর সম্মতি আর অসম্মতির ওপর নির্ভর করে অপরাধ সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া। অথচ অপরাধ নির্ণয়ের অধিকার একমাত্র দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের।

প্রচলিত ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক আলোচনা

মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও পরকালের ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রকে সংশোধন করেছে। ইসলাম যিনাকে মহাপাপ ঘোষণা করেছে; যার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। নারী পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর একমাত্র মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহ ব্যতীত দৈহিক মিলন যিনা। চাই তা অবিবাহিত নারী পুরুষের মাধ্যমে হোক আর বিবাহিত নারী পুরুষের মাধ্যমে হোক; স্বামীর অনুমতি স্বাপেক্ষে হোক বা অনুমতি ব্যতীত হোক অপরাধ সর্বক্ষেত্রেই অপরাধ। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা নয় বরং অপরাধ দমন, মানবীয় নৈতিক চরিত্র ও আত্মার সংশোধন করে মুত্তাকী বানিয়ে দেওয়া ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য। ফলে সাহাবায়ে

৭. সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' আর ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ ও জন্মস্থানের কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।'

কেরামের কেউ কেউ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অপরাধ করলেও পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অপরাধ (যিনা) করেছি আমার ওপর শরীয়তের 'হদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ করুন।

ইসলামী আইনে নারী-পুরুষ উভয়ে অপরাধী হিসেবে সমান শাস্তির যোগ্য। কিন্তু প্রচলিত আইনে পরকীয়ার জন্য কেবল পুরুষকে অপরাধী করা হয়; নারী সঙ্গীকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়; যদিও নারী কর্তৃক পুরুষটি পরকীয়ার কাজে প্ররোচিত হয়। অথচ মহান আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে যিনার শাস্তি প্রসঙ্গে সুরা নূরের ২ নং আয়াতে الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي। ব্যভিচারিণীকে প্রথমে উল্লেখ করে যিনার প্রথম প্ররোচণাদানকারী হিসেবে নারীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রচলিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত ১৪ বছরের অধিক বয়সের নারীর সঙ্গে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি সাপেক্ষে অথবা ১৪ বছরের কম বয়সের কোনো নারীর সঙ্গে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন মিলন হচ্ছে ধর্ষণ (Nari o Shishu Nirjaton Ain 2000, Dhara-2 (uma)।' ধর্ষণের এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। The penal code 1860, section-497 অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও ধর্ষণ। ব্যভিচার ও ধর্ষণ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও শাস্তি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে,

১. প্রচলিত আইনে নারী পুরুষের উভয়ের সম্মতিতে ব্যভিচার কোনো অপরাধ নয়। আর স্বামীর সম্মতিতে পরকীয়া কোনো অপরাধ নয়। ফলে সমাজ থেকে পরকীয়া ও ব্যভিচার নির্মূল তো হচ্ছেই না বরং তার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করে তার যথাযথ হদ্দ কায়েম করা হলে পরকীয়ার মতো জঘন্য অপরাধ সমাজ থেকে নির্মূল করা সহজ হবে।

২. প্রচলিত আইনে বিবাহ বন্ধন ব্যতীত নারী পুরুষের সম্মতির ভিত্তিতে দৈহিক মিলনকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। ফলে বংশীয় পবিত্রতা ও পারস্পরিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়; পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে দৈহিক মিলনকে নিষিদ্ধ করে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা পারিবারিক জীবনকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩. প্রচলিত আইনে সকল ব্যভিচারীর/ব্যভিচারিণীর একই (পাঁচ বছরের কারাদণ্ড) শাস্তির কথা বলা হয়েছে; কিন্তু পরকীয়ার (বিবাহিত নারী পুরুষ, বিধবার ব্যভিচারের) জন্য আলাদা কোনো শাস্তির বর্ণনা নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে ব্যভিচারের যেমন শাস্তি (বেত্রাঘাত) রয়েছে ঠিক তেমনভাবে পরকীয়ার জন্য আরও কঠিন শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) নির্ধারিত আছে। ইসলামী আইনে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিধান রয়েছে; যা প্রচলিত আইনে নেই।

৪. প্রচলিত আইনে ১৩ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসকেও ধর্ষণ বলে আখ্যায়িত করে বয়সকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামী আইনে বয়সের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো কঠোরতা প্রদর্শণ না করে বৈবাহিক বন্ধনকে গুরুত্বারোপ করে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের পথকে সুগম করেছে। তাই ইসলামী আইন যুগে যুগে বাস্তব ও যৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর ২০ (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করলে এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধের বিচার কর্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে (Trial in camera) অনুষ্ঠান করতে পারবে। কিন্তু ইসলামী আইনে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্যে এবং 'মুমিনদের একটি দল যেন তাদের প্রত্যক্ষ করে।' (Al-Qurān, 24:2) যাতে বিচার কাজের সচ্ছতা বজায় থাকে এবং অপরাধী নিজের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে ও উপস্থিত জনতা এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষার্জন করতে পারে।

৬. ৪৯৭ ধারার প্রচলিত আইনে মহিলা আসামী হতে পারে না। তবে ঐ পুরুষটিকে সাজা দিতে হলে অভিযোগকারীকে (মহিলার স্বামীকে) প্রমাণ করতে হবে যে, মহিলার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করার সময় অপরাধী জানতো যে, অথবা জানার যৌক্তিক কারণ ছিলো যে, যৌন সঙ্গমকারী মহিলা অপর কোনো ব্যক্তির স্ত্রী। এতে বোঝা যায়, যদি পুরুষ সঙ্গীটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, সে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রী এটা তার জানা ছিলো না; অর্থাৎ সে অবিবাহিত নারী; তবেই সে সাজা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ইসলামী আইনে নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধন ব্যতীত (কুমারী/বিধবা) সকল প্রকার যৌন সম্পর্ক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই ইসলামী আইন অপরাধ দমনে বেশি কার্যকর।

৭. প্রচলিত আইনে পরকীয়ার শাস্তি কারাদণ্ড; কিন্তু তাতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। বরং কারাগারে অন্যান্য অপরাধীদের সংশ্রবে এসে আরও নতুন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইসলামী আইনে জনসম্মুখে হদ্দ কায়েম করার ফলে সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধের প্রবণতা কমে যায়। তাই প্রচলিত আইনের তুলনায় ইসলামী আইন পরকীয়া প্রতিরোধে অধিক কার্যকর।

৮. প্রচলিত আইনে স্বামী/স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ করার এখতিয়ার নেই; শুধু ব্যভিচারিণীর স্বামীকে স্ত্রীর পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ঠকিয়ে পরকীয়ার মতো গর্হিত কাজ করার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। ফলে অসংখ্য পরিবারে নেমে আসছে অশান্তি; বনিবনা হচ্ছে না মর্মে অভিযোগ দেখিয়ে তালাকের মতো নিকৃষ্ট পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে অনেকেই। Joseph Shine v Union of India মামলায় ভারতের ব্যভিচার বিরোধী আইন বাতিল ঘোষণার রায়ে বলা হয়েছে, 'ব্যভিচার কোনো ফৌজদারী অপরাধ হতে পারে না; বড়জোর এটা

বিবাহবিচ্ছেদের মতো একটি পারিবারিক বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে।' দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিবাহবিচ্ছেদ সন্তান ও পরিবারের জন্য গ্লানিকর ও অসম্মানজনক যে ভয়ানক পরিণতি সৃষ্টি হয় তা শুধু মানুষের ব্যক্তি ও পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলামী আইনে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিধান রয়েছে। তাই ইসলামী আইন অনুসরণ করলে আমাদের সমাজ পরকীয়ার মতো ভয়ানক অপরাধের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

পরকীয়া রোধে কতিপয় প্রস্তাব

পরকীয়ার মহামারি রোধ করা না গেলে সমাজে আরও বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। দুর্ঘটনা, হত্যাকাণ্ড ও আত্মহত্যা ঘটতেই থাকবে। তাই সবাইকে পরকীয়া রোধে সচেতনভাবে আন্তরিক হতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় প্রস্তাব পেশ করছি।

১. ছেলে-মেয়েদের সুস্থ-স্বাভাবিক ও সুন্দর পারিবারিক পরিমণ্ডলে বড় করে তুলতে হবে।

২. উত্তম ও দীনদার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে।

৩. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের প্রতি সচেতন থাকতে হবে। প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব ও অপরের হক আদায় করলে সংসার সুখী হবে, সাংসারিক বন্ধন থাকবে অটুট।

৪. দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-বিবাদ হলে সেটাকে মিটিয়ে ফেলতে হবে। জিইয়ে রেখে সংসারকে বিষিয়ে তোলা যাবে না।

৫. পরিবার ও সমাজকে অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৬. উপরিউক্ত বিষয়গুলো পালন করতে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মান্য করার বিকল্প নেই।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, পরকীয়া একটি জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের তুলনায় প্রচলিত আইনে তার শাস্তি নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে এটা মহামারী আকার ধারণ করেছে। পরকীয়ার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন মানব জীবনে নৈতিক শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধি অর্জন। মানুষের নৈতিক চরিত্র যদি ভালো না হয় আইন দিয়ে আর আবেগ প্রকাশ করে কোনো কাজের সফলতা আসবে না। ইসলাম নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চরিত্রকে পরিশোধন করে এবং আত্মাকে শুদ্ধ করে। আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান পেলেই এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে ব্যক্তি ও সমাজ মুক্তি পাবে।

ইসলামের প্রতিটি অনুশাসন বা আইন মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের পথ নিশ্চিত করে। মানবতার কল্যাণেই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের (সমপরিমাণ প্রতিশোধের) মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার (Al-Qurān, 2:179)। অপরাধীর ওপর তার অপরাধের যথাযথ দণ্ড-বিধি বা শাস্তি প্রয়োগ হলেই মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান সম্ভব।

দেশে পরকীয়ার শাস্তি প্রয়োগে প্রচলিত আইনের ধারাটি একদিকে যেমন দুর্বল, অপরদিকে আইনের ফাঁক-ফোকরকে কাজে লাগিয়ে কেউ প্রভাবিত হচ্ছেন, আবার কেউ প্রভাব বিস্তার করছেন; অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

আল্লাহর বিধান (ব্যভিচারের শাস্তি) কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (Al-Qurān, 24:02)।

মোদ্দা কথা হলো আমাদের সমাজকে যিনা, ব্যভিচার, পরকীয়া মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন ইসলামী আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. ND. *Sunan*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Arabī.

Aḥmad ibn Ḥambal. 1999. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-'Ayni, Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Badr al-Din. ND. *Umdat al-qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1994. *Al-Sunan al-Kubrā*. Makka: Maktaba Dār al-Bāz.

Al-Brūsawī, Ismāʿīl Ḥaḳḳī. 2008. *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn ʿAbdullāh .1990. *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥeeḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, Dr. Ahmad, 2009, *Islamer Sasti Aien,* 230 New Elephant Road Dhaka, Bangladesh Islamic Centre.

Ali, Mohammad and other, 1994, *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka, Bangla Academy.

Al-San'anī, Abd al-Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi'. 1403H. *Musannaf*. Bairut: Al-Maktab al-Islāmi

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. ND. *Sunan*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Choudhury, Jamil. 2016. *Bangla Academy Adhunik Bangla Abhidan*. Dhaka: Bangla Academy

Encyclupedia Britanic online '*Adultery*', 'Britanic.com', 12-07-2010

Gajjali, Abu Hamid Mohammad, 2004, *Showvagyer Parashmani*, Abdul Khaleque, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn ‘Abidīn, Muhammad Amin ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-’Azīz al-Hanafī. 1992. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 2003. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1419H. Al-Matālib al-‘Āliya bi Zawā'id al-Masānid al-Thamāniya. Saudi Arabia: Dār al-Āsimah.

Ibn Ḥazm al-Zāhirī, Abū Muhammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd Ibn Hazm. ND. *Al-Muhallā bi-al-Athār*. Bairut: Dār al-fikr.

Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Hibban ibn Aḥmad. 1993. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ibn Mājah, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Manẓūr, Muhammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Ahmad ibn Manzūr al-Ansārī. 1414H. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Qayyim al-Jawjiyyah, Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Abū Bakr. 1991. *‘Ilām al-Muwaqiyīn ‘an Rabb al-Alamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad. 2004. *Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid*. Cairo: Dar al-Hadīth.

IFA, Bandladesh Islamic Foundation. 2015. *Bangla Arabi Obhidan*. Dhaka.

Kaler Kantho, july 15, 2020,

Khan, Abdur Rahim PPM, 1999, *Danda Bidhi*, Dhaka, Khoshrose Kitab Mahal.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr.

Nari o Shisu Nirjaton Damon Ain-2000.

parokia wikipedia, last update-17th February 2020, 21:45

Rahaman, Mustafij Ibn Abdul Aziz Al Madani, 2011, *Quran Hadither Aloke Bebichar o Shamakamitar BhayBho Parinoti,* Dr Monjur e Elahi, Al Majmah Saudi Arab, Islam House.

Rahim, Mawlana Abdur, 1983, *Paribar o Paribarik jiban*, Dhaka, Khairun Prakashani.

Sadrushariah, Obaidullah Ibn Masud. 1994. *As-Sikaya fi Sharhil Bikaya*. Obaidul Hoque. Dhaka: Amdadia Library, 2/328

Smart, Ursula, ‘*Honour killings’*, January, 2006, justice of the peace, vol-170, pp 4-6.

Zina Wikipedia, Last update-15 july 2020

Newspaper

Bangladesh Protidin, Oct. 20 2019. https://www.bd-pratidin.com/last-page/2019/10/21/ /467848

Daily Jugantor, Oct. 14, 2020. https://www.jugantor.com/country-news/354968/পরকীয়ায়-বাধা-দেয়ায়-গৃহবধূকে-এ-কেমন-নির্যাতন

Daily Jugantor, June 26, 2020. https://www.jugantor.com/country-news/319972/পরকীয়ায়-বাধা-দেয়ায়-অন্তঃসত্বা-স্ত্রীকে-হাতপা-বেঁধে-পুড়িয়ে-হত্যা

Daily Prothom Alo, 16 january 2014. https://www.prothomalo.com/ life/নারীর-পরকীয়ার-নেপথ্যে

Daily Prothom Alo, July 11, 2019. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ /কালিয়ায়-পরকীয়ার-জেরে-যুবককে-হত্যা

Daily Prothom Alo, June 22, 2019. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/সোহেল-হত্যাকাণ্ডের-নেপথ্যে-পরকীয়া-পুলিশ

Daily Prothom Alo, July 1, 2019. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/শ্যালিকার-সঙ্গে-পরকীয়ার-জেরে-স্ত্রীকে-হত্যা

Daily Prothom Alo, July 16, 2019. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/মায়ের-পরকীয়ার-বলি-শিশু-সন্তান

Go News 24.com, 1 Feb. 2019. https://www.gonews24.com/m/exclusive/news/73958 /পরকীয়া-কেন-করে

Hossain, M.D Zakir, 2020, “Bebichar protirodhe fojdhari ain bitork” *Bangla Tribun, Augast17.<http://www. banglatribune.com*

Jago News, Oct. 11, 2019. https://www.jagonews24.com/country/news/532383

Manobkantha, Dec. 05, 2020. https://www.manobkantha.com.bd/country/404789/পরকীয়ায়-বাধা-দেয়ায়-স্ত্রীকে-নির্যাতন-কলেজশিক্ষক-গ্রেফতার

Ekushey-tv, Sep.7 2020. https://www.ekushey-tv.com/পরকীয়ায়-বাঁধা-স্ত্রীকে-বাড়ি-থেকে-বের-করে-দিলেন-স্বামী-ভিডিও/111495

Daily Kalerkantho, July 15, 2020. https://www.kalerkantho.com/online/country-news//2020/07/15/935092

Daily Naya Diganta, Oct. 2020. https://www.dailynayadiganta. com/bangla-diganta/536578/ /পরকীয়ায়-বাধা-দেয়ায়-গৃহবধূকে-হত্যার-অভিযোগ